কোন দিকে চলেছে ইউরোপ ?

প্যারিসের বিদ্রূপ\_ম্যাগাজিন শার্লি\_এব্দোয় আক্রমণের ঘটনা ইউরোপীয়\_দেশগুলোকে বেশ নাড়িয়ে\_দিয়েছে ।

তারপর থেকে এ অঞ্চলে অভিবাসী\_জনগোষ্ঠীর অবস্থান নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক ।

এ বিষয়েই লিখেছেন গ্রেহেম\_লুকাস ।

চরমপন্থি\_ইসলামি\_সংগঠন এবং ইতিমধ্যে ইউরোপীয়\_ইউনিয়ন\_অঞ্চল থেকে ইরাক ও সিরিয়ায় গিয়ে ইসলামিক\_স্টেট - এর হয়ে যুদ্ধ শুরু\_করা মুসলমানদের রুখতে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ\_করার প্রস্তুতি চলছে ।

এ উদ্দেশ্যে সন্ত্রাসবিরোধী কিছু নতুন আইন\_প্রণয়ন\_করা হচ্ছে , ইউরোপীয়\_ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের বুধবারই এক সভা শেষে সেগুলো ঘোষণা\_করার কথা ।

নতুন আইনের ফলে শেঙেনভুক্ত\_দেশগুলোতে অবাধে চলাফেরা করার বিষয়টিতেও পরিবর্তন আসতে পারে বলে ধারণা\_করা হচ্ছে ।

সন্দেহভাজন এবং অভিযুক্ত চরমপন্থিদের রুখতেই এমন পদক্ষেপের কথা ভাবা হচ্ছে ।

চরমপন্থি\_মুসলমানদের বিরুদ্ধে এমন ব্যবস্থা নেয়ার প্রয়োজনীয়তা এখন অস্বীকার\_করার জো নেই ।

তবে তার আগে আমাদের , অর্থাৎ ইউরোপীয়দের মুসলিম\_তরুণদের মাঝে অসন্তোষের মূল কারণগুলোও খতিয়ে দেখতে হবে ।

যদি তা না দেখি তাহলে হয়তো আমাদের দশকের পর দশক ধরে শহরে শহরে , রেল\_স্টেশনে , বিমানবন্দরে বা শপিং\_মলে ইসলামপন্থি\_সন্ত্রাসবাদীদের হামলা দেখতে হবে ।

অভিবাসীদের ব্যাপারে ইউরোপের দৃষ্টিভঙ্গি বা ঐতিহ্য ঠিক যুক্তরাষ্ট্রের মতো নয় ।

যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসীদের আকৃষ্ট করা কিংবা সমাজের অংশ করে নেয়ার প্রয়াসের ঐতিহ্য রয়েছে ।

ইউরোপের তা নেই ।

এ ক্ষেত্রে জার্মানির অবস্থাটাই একটু ব্যাখ্যা করা যেতে পারে ।

দ্বিতীয়\_বিশ্বযুদ্ধে হাজার\_হাজার জার্মান\_তরুণ নিহত হওয়ায় তুরস্কসহ দক্ষিণ\_ইউরোপের কয়েকটি দেশ থেকে কয়েক\_লক্ষ মানুষকে সাদরে গ্রহণ করেছিল জার্মানি ।

কিন্তু প্রথম থেকেই সেই অভিবাসীদের বলা হতো ' অতিথি\_কর্মী ' ।

ভাবটা ছিল এমন , এরা এখন এসেছে ঠিকই , তবে বেশিদিন এদের এখানে দরকার হবে না , কিছুদিন পর তাই এরা নিজেদের দেশে ফিরে যাবে ।

কিন্তু অন্য দেশগুলোতে অভিবাসীরা এসেছিল সেসব দেশের সাবেক\_উপনিবেশ থেকে ।

তাই ওই দেশগুলোতেও অভিবাসীদের রাজনৈতিকভাবে খুব বেশি গ্রহণযোগ্যতা ছিলনা ।

ওসব দেশেও খুব\_গভীরভাবে এমনটি ভাবা হয়নি যে অভিবাসীরা দীর্ঘদিন থাকবে এবং এক সময় তাঁরাও ইউরাপিয়ান হয়ে যাবে ।

আজকের\_দিনে তৃতীয় প্\_জন্মের অভিবাসীরা ইউরোপে তাঁদের জীবন নিয়ে যারপর নাই অসন্তুষ্ট ।

তাঁরা তাঁদের বাবা-মায়ের মতো সদ্য ইউরোপে আসেনি , অথচ জার্মানরা তাঁদের সমাজে পূর্ণ\_সদস্য হিসেবেও গণ্য করছে না ।

অনেকেই স্কুলে লেখাপড়ায় খুব খারাপ করেছে ।

তাঁরা সব সময় নিজেদের মধ্যেই সময়\_কাটায় ।

তাই জার্মান\_ভাষাটা ভালো করে শিখতে\_পারেনি ।

এ পরিস্থিতিতে সমাজের মূল\_অংশে স্থান\_পাওয়াটা তাঁদের জন্য সত্যিই কঠিন ।

হালে চরম\_ডানপন্থিরা ইউরোপে ইসলামবিরোধী\_সমাবেশ শুরু\_করেছে ।

বিষয়টি স্বাভাবিক কারণেই ইউরোপে বসবাসরত মুসলমানদের আহত করেছে ।

মূল\_সমাজ তাঁদের প্রকারান্তরে প্রত্যাখ্যান করায় মুসলিম\_তরুণরা সিরিয়া এবং ইরাকে গিয়ে ইসলামিক স্টেটস - এর হয়ে যুদ্ধে অংশ নিচ্ছে ।

ইউরোপীয়দের আশঙ্কা , ওই তরুণরা ফিরে এসে ইউরোপের\_দেশগুলোতেও শার্লি\_এব্দোর মতো ভয়ঙ্কর\_সন্ত্রাসী\_হামলা শুরু\_করবে ।

যারা ইরাক ও সিরিয়ায় গিয়ে যুদ্ধ করছে ইউরোপে ফিরলেই তাদের দীর্ঘমেয়াদে কারাভোগ করতে হবে ।

সমাজ থেকে তারা এখন আরো\_বেশি বিচ্ছিন্ন ।

ইউরোপের সমাজে মুসলিম\_তরুণদের কীভাবে একটা গ্রহণযোগ্য আত্মপরিচয় দেয়া যায় - এ মুহূর্তে সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ।

অনেকেই স্কুলে অকৃতকার্য হয়েছে , ভাষা শেখেনি , কোনো বিশেষ পেশার জন্য নিজেকে যথাযথভাবে তৈরি\_করেনি , অবশেষে হতাশা থেকে আশ্রয় নিয়েছে ইসলামিক\_স্টেট - এর শিবিরে ।

এই অবস্থার পরিবর্তন\_করতেই হবে ।

কীভাবে ?

নিশ্চয়ই প্রত্যাখ্যান\_করে নয় , সমাজের অংশ\_করে নিয়ে ।

আরেকটা বিষয় হলো , ইউরোপে অনেক বছর ধরেই শিশু জন্মের\_হার কমছে ।

ইউরোপের মেয়েরা বিয়ে\_করার চেয়ে নিজের ক্যারিয়ার\_গড়ার দিকেই বেশি মনযোগী ।

তা হবেনাইবা কেন ?

নিজের ভবিষ্যৎ\_গড়ায় মনোযোগী\_হওয়াতো তাঁদের অধিকার !

কিন্তু মেয়েরা তা করছে বলে অভিবাসীদের প্রয়োজন আরো বেড়েছে ।

এ অবস্থায় আমাদের শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী একটি অভিবাসন নীতিমালা প্রণয়ন\_করতে হবে ।

যুক্তরাষ্ট্র এবং অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশ ইতিমধ্যে তা করতে পারলে আমরা কেন পারবোনা ?

ইউরোপকে খুব শিগগিরই এই বাস্তবতা মেনে নিতে হবে যে , রক্ষণশীলতাকে বহু আগেই বর্জন\_করা হয়েছে ।

ইউরোপের সমাজ বহু\_সংস্কৃতির মেলবন্ধনের সমাজ ।

ইসলাম তার অংশ ।

জার্মানি , ব্রিটেন , ফ্রান্স আর নেদারল্যান্ডসে চরম\_ডানপন্থিরা জাতিগত এবং ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়ানোর উদ্দেশ্যে যে প্রতিবাদ - বিক্ষোভ করছে আমাদের এখানে এসবের কোনো দরকার নেই ।

পদার্থবিজ্ঞান হচ্ছে জ্ঞানের সেই শাখা যা ভৌত\_জগতের সবকিছু নিয়েই আলোচনা\_করে ।

বিজ্ঞানের সবচেয়ে পুরানো এবং মৌলিক শাখা হচ্ছে পদার্থবিজ্ঞান ।

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণু - পরমানু থেকে শুরু\_করে একেবারে পুরো মহাবিশ্ব , গ্যালাক্সির সবকিছুই আসলে পদার্থবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বিষয় ।

পদার্থের গঠন , প্রকৃতি , গতিবিধি , শক্তি বিশদভাবে এই সবকিছু এবং প্রাকৃতিক ও বস্তুগত ঘটনাগুলো পরস্পর কিভাবে সম্পর্কযুক্ত , কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম\_মেনে এই ঘটনাগুলো ঘটে এই ব্যাপারগুলো নিয়েই পদার্থবিজ্ঞানীরা কাজ\_করেন ।

এভাবে কাজ\_করতে গিয়ে তাদের আবিষ্কৃত অনেক ধারনা , তত্ত্ব , সুত্র ব্যবহার করে অনেক কিছুই তৈরি\_করা হয় যা আমাদের প্রতিদিনকার জীবনকে সহজ\_করে তোলে ।

পদার্থবিজ্ঞানী সহ সকল বিজ্ঞানীরাই কৌতুহলী মানুষ ।

তারা আমাদের চারপাশের ঘটনাগুলোর দিকে প্রশ্নের দৃষ্টিতে তাকান ।

তাদের এই কৌতুহলী দৃষ্টিই চারপাশের প্রাকৃতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে এবং এর কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান\_চালাতে তাদেরকে উৎসাহিত\_করে তোলে ।

বেশিরভাগ সময়ই কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের ব্যাখ্যা খুঁজতে গিয়ে আরো অনেক প্রশ্ন সামনে চলে\_আসে ।

আর এই একের পর সামনে চলে\_আসা প্রশ্নই বৈজ্ঞানিক গবেষনা , পর্যবেক্ষন , পরীক্ষা এসব এগিয়ে নিয়ে\_যায় ।

অনেক সময় এক দল বিজ্ঞানীর গবেষণালব্ধ ফলাফল অন্য কোনো গবেষণা দলের আগ্রহের বিষয় হয়ে দাঁড়ায় , তাদের গবেষণার কাজে\_লাগে ।

আবার বিভিন্ন গবেষনার ফলাফল বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি\_পণ্য তৈরিতে অবদান\_রাখে ।

আর উন্নততর প্রযুক্তি আমাদের জীবনযাত্রাকে সহজ\_করে তোলে ।

যুগে\_যুগে , শতাব্দী\_থেকে\_শতাব্দীতে অসংখ্য ছোট - বড় বিজ্ঞানীর অক্লান্ত পরিশ্রমে তিল\_তিল করে গড়ে\_উঠেছে আমাদের আজকের সভ্যতা ।

বিজ্ঞানের কোনো জাতীয় বা রাজনৈতিক সীমা নেই ।

বিজ্ঞানের উন্নতি , সমৃদ্ধি ও কল্যাণ সকল জাতির সকল মানুষের জন্য ।

পদার্থবিজ্ঞানের প্রয়োগ প্রতিনিয়ত আমাদের জীবনযাত্রাকে সহজ\_থেকে\_সহজতর করে\_তুলছে ।

শুধুমাত্র প্রযুক্তিকে ঠিকমত ব্যবহার করতে পারার জন্য হলেও আমাদের অল্পবিস্তর বিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞান সম্পর্কে জানা প্রয়োজন ।

পদার্থবিজ্ঞান জানা একজন ব্যাক্তি বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায়ও খুব সহজেই কাজ\_করতে পারে ।

অনেকেরই ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশুনার প্রতি একধরনের মোহ আছে ।

ইঞ্জিনিয়ার হলে চাকরি পেতে সুবিধা হয় , এটাই হয়ত এই মোহের একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ ।

কিন্তু ইঞ্জিনিয়াররা আসলে পদার্থবিজ্ঞানকেই কৌশলে ব্যবহার\_করেন , বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে পদার্থবিজ্ঞানের জ্ঞানকে ব্যবহার\_করেন ।

পদার্থবিজ্ঞানীরা প্রকৃতির নিয়মগুলো বের\_করেন আর ইঞ্জিনিয়াররা সেই জ্ঞান ব্যবহার\_করে আমাদের জীবন সহজ\_করেন ।

কাজেই পদার্থবিজ্ঞানীদের কাজটাই কিন্তু আগে ।

পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা

বর্তমান পৃথিবীতে বিজ্ঞান অনেক অনেক শাখা - প্রশাখায় বিভক্ত এবং দিন\_দিন এই শাখা - প্রশাখা বাড়ছে ।

অথচ এক বা দুই শতাব্দীকাল আগেও বিজ্ঞানের এত শাখা - প্রশাখা ছিল না ।

ঐ সময়টাতে বিজ্ঞানের সাথে শিল্প - সাহিত্যের মত বিষয় একত্রে ছিল ।

ফলে পদার্থবিদ্যার উন্নতির প্রভাব এর সাথে জড়িত অন্য শাখাগুলোতেও পড়েছিল ।

এরপর বিজ্ঞান অনেক এগিয়েছে ।

এর বিস্তৃতি বেড়েছে ।

এই ব্যাপকতার কারণেই বিজ্ঞানের আলোচনা , গবেষণা , পড়াশোনা এখন পদার্থবিদ্যা , রসায়ন , জীববিদ্যা ইত্যাদি শাখায় বিভক্ত ।

আর এই প্রতিটি শাখাই আবার অনেক উপশাখায় বিভক্ত ।

পদার্থবিজ্ঞানেও এমন বিস্তৃত অনেক শাখা আছে ।

স্কুলের শিক্ষার্থীরা হয়ত এখনই উচু পর্যায়ের পদার্থবিজ্ঞানের শাখাগুলোর আলোচনার বিষয় ভালভাবে বুঝতে\_পারবে না ।

প্রাথমিকভাবে স্কুল - কলেজ পর্যায়ে আমরা যেটুকু ফিজিক্স পড়ব সেটাকে আমরা কয়েকটা ভাগে ভাগ\_করতে পারিঃ বলবিদ্যা ( Mechanics ) , তাপবিজ্ঞান ( Thermodynamics ) , তরংগ\_ও\_শব্দ ( Wave\_and\_Sound ) , আলো ( Light ) , তড়িৎ\_ও\_চৌম্বক ( Electricity\_and\_Magnetism ) , আধুনিক পদার্থবিদ্যা ও ইলেক্ট্রনিক্স ( Modern\_Physics\_and\_Electronics ) ।

নাম শুনেই মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে এই আলাদা\_আলাদা ভাগে আমরা আসলে কি\_কি পড়ব ।

পড়তে গেলেই আমরা বিস্তারিত ভাবে জানব আমরা আসলে কোন অংশে কি পড়ছি ।

এই লেখাতে পদার্থবিজ্ঞানের শাখা - প্রশাখা বোঝানোর জন্য একজন স্কুলের বা কলেজের শিক্ষার্থী তার বইতে পদার্থবিজ্ঞানের যে বিষয়গুলো পড়ে সেগুলোকেই আমরা বিভিন্নভাগে ভাগ\_করতে পারি ।

এখানে আমরা মূলত তোমাদের মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক বই অনুসারে বিভাজন করেছি ।

চাইলে তোমরা তোমাদের বইয়ের সাথে মিলিয়ে\_নিতে পার ।

প্রত্যহ জীবনের ব্যবহারী নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র হারিয়ে ফেলার অভ্যেস আমার ছোটবেলা থেকেই ছিলো , আজও আছে ।

ক্লাস ফোর থেকে ফাইভে যখন উঠলাম , পরীক্ষায় ভালো করার জন্যে বাবা একটা লাল রঙ্গের জ্যাকেট কিনে দিয়েছিলেন ।

সেই জ্যাকেট আমার ছেলেবেলার সেই সময়টা কে হুমায়ুন\_আজাদের কবিতার মতো লাল করে তুলেছিলো ।

কতদিন আমি সেই লাল জ্যাকেট বুকে নিয়ে ঘুমিয়েছি তার কোন ইয়াত্তা নেই ।

অথচ মাস দুয়েক যাওয়ার আগেই নদীর ওপারে পানের বরজে লুকোচুরি\_খেলতে গিয়ে তাকে হারিয়ে\_ফেললাম মনের ভুলে !

সেই শুরু , এরপর কত কি হারালাম , সময়ের সাথে পা্ল্লা দিয়ে হারানোর তালিকা শুধু লম্বা করতে থাকলাম ।

হারানোর সেই ধারাবাহিকতায় কৈশোর পেরোনোর আগেই একদিন বাবাকে ও হারিয়ে ফেললাম !

স্থির আমি ছিলাম না কিছুতেই , এমনকি স্থির ছিলো না আমার বেড়ে\_উঠার সময়টা ।

স্কুল পরীক্ষা পাশ দেওয়ার আগেই এক ডজন স্কুলের আঙ্গিনায় নিয়ে\_গেছি নিজেকে ।

শহরের জীবন অচেনা ছিলো আমার , থেকেছি প্রত্যান্ত গ্রামে , রাজশাহীর তানোর - বাঘমারা - দুর্গাপুর , চাঁদপুরের হাইমচর , সিলেটের হবিগঞ্জ - নবিগঞ্জ প্রভৃতি এলাকায় ।

আমার বেড়ে\_উঠা তাই প্রসারিত সুবজের মাঝে , দু - কূল ছেপে যাওয়ার নদীতে সাঁতার কেটে , উত্থাল - পাতাল বৃষ্টি আর কালবৈশাখীর ঝড়ো হাওয়াতে ।

রাজশাহীর তানোরে প্রায় ভেঙ্গে\_পড়া টিনের ঘরের স্কুলে আমি আমার প্রথম পাঠ নিয়েছিলাম তার চেয়ে ও ভেঙ্গে পড়া হরিদাস নামক একজন মুগ্ধ জাদুকরের কাছে ।

যিনি আমায় বলেছিলেন একটু মনোযোগ দিলে তুই অনেক দূর যাবি পাগলা . . !

আমার বেশিদূর যাওয়া হয়নি , তার আগেই এক কালবৈশাখে সেই স্কুল উড়ে গিয়ে পড়েছিলো পাশের ধানক্ষেতে ।

আর সেই সবুজ ধানক্ষেতেই প্রিয় হরিদাস স্যার আমার ভবিষ্যতকে বুকে নিয়ে ঘুমিয়ে\_গেছেন চিরতরে ।

রাজশাহী কিংবা সিলেট থেকে বছরে একবার আসতাম নিজের জেলায় , নিজের গ্রামে ।

এসেই জলে লম্ফ , রোদে দৌড় আর গোল্লাছুট ।

বছরের শেষের সময় সেটা ।

সাত সকালেই শীত আর কুয়াশার দীর্ঘ প্রাচীর ভেঙ্গে দাদার সাথে চলে যেতাম খেজুর গাছ থেকে রস নামাতে ।

সেই খেজুরের রসের গন্ধে ভরে উঠতো প্রতিটি সকাল - দুপুর আর রাত ।

সূর্য ঘরের চৌকাঠে পৌছাবার আগেই প্রতিদিন মুড়ির মোয়া নিয়ে চলে\_আসতো জীবনের প্রথম দেখা বাঁশিওয়ালা মধ্যবয়স্ক লোকটা ।

যার বাঁশি শুনে মোয়া ব্যবসায়ী হবো বলে মনস্থির\_করে ফেলেছিলাম ছেলেবেলায় ।

তার অদ্ভুত সেই বাশির সুর আজো আমি ঘুমের ভেতর শুনতে\_পাই , সুমনে গানের ভেতর দিয়ে মানুষটিকে আজো দেখতে\_পাই স্মৃতির ঝাপসা\_হয়ে\_যাওয়া আয়নায় ।

শীতের নানান পিঠা - রস - নারিকেল - পায়েস আর কুয়াশার আদরে সেই একটি মাস স্বপ্নের মতো কিংবা স্বপ্নের চেয়েও রঙিন হয়ে উঠতো আমার ।

অথচ একযুগ পার হতেই সবগুলো সকাল হয়ে উঠেছে এখন রঙহীন , বর্ণহীন আর গন্ধহীন ।

নানান জায়গায় থাকার কারনে ছোটবেলার কোন বন্ধুত্ব দীর্ঘ স্থায়ী হয়নি ।

যাদের সাথে প্রথম স্কুলে গিয়েছি , যাদের সাথে খেলে বড়\_হয়েছি , যাযাবর জীবনের জন্যে তাদের কারো খোঁজ আজ আমার জানা নেই ।

সেই যুগে ছিলো না ফোন - ফেসবুক , তাই টুকে\_রাখা হয়নি কিছুই ।

তাদের খুঁজে\_পাওয়া হয়তো হবে না একজীবনে , না হোক ।

তারা নাইবা জানুক আমার শৈশব মানেই বাবু - মিন্টু - সুজন - সেতু , আামার কৈশোর মানেই জাহাঙ্গীর - শিমুল - রাসেল - সোহাগ - শাহীন সহ তাদের মতো আরো কত প্রিয় নাম ।

তারেক\_মাসুদ

তারেক\_মাসুদ ( ইংরেজি : Tareque\_Masud , পুরোনাম : আবু\_তারেক\_মাসুদ ) ( জন্ম : ১৯৫৭ সালের ৬ ডিসেম্বর , মৃত্যু : ১৩ আগস্ট ২০১১ ) ছিলেন একজন বাংলাদেশী চলচ্চিত্র পরিচালক ।

তাঁর মুক্তির\_গান ও মাটির\_ময়না সহ অনেক ছবি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন\_করেছে ।

জন্ম ও শিক্ষা

১৯৫৭ সালে ফরিদপুরের ভাঙ্গায় নূরপুর গ্রামে জন্মগ্রহন\_করেন ।

মায়ের নাম নুরুন\_নাহার\_মাসুদ ও বাবার নাম মশিউর\_রহমান\_মাসুদ ।

ভাঙ্গা\_ঈদগা\_মাদ্রাসায় প্রথম পড়াশোনা শুরু\_করেন ।

পরবর্তীতে ঢাকার\_লালবাগের একটি মাদ্রাসা থেকে মৌলানা পাস করেন ।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তার মাদ্রাসা শিক্ষার সমাপ্তি\_ঘটে ।

যুদ্ধের পর তিনি সাধারণ শিক্ষার জগতে প্রবেশ\_করেন ।

ফরিদপুরের ভাঙ্গা\_পাইলট\_উচ্চবিদ্যালয় থেকে প্রাইভেট পরীক্ষার মাধ্যমে প্রথম বিভাগে এসএসসি পাস করেন ।

তিনি আদমজী\_ক্যান্টনমেন্ট\_কলেজে ছয় মাস পড়াশোনার পর বদলি\_হয়ে নটর ডেম কলেজ থেকে মানবিক বিভাগে এইচএসসি পাস\_করেন ।

তিনি ঢাকা\_বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাস বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন\_করেন ।

চলচ্চিত্র জীবন

বিশ্ববিদ্যালয় জীবন থেকেই তিনি বাংলাদেশের চলচ্চিত্র আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত\_থেকেছেন এবং দেশে - বিদেশে চলচ্চিত্র বিষয়ক অসংখ্য কর্মশালা এবং কোর্সে অংশ\_নিয়েছিলেন ।

১৯৮২ সালের শেষ দিকে তিনি জীবনের প্রথম ডকুমেন্টারি চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু\_করেন ।

১৯৮৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত এই ডকুমেন্টারিটি ছিল প্রখ্যাত বাংলাদেশী শিল্পী এস\_এম\_সুলতানের জীবনের উপর ।

এরপর থেকে তিনি বেশ কিছু ডকুমেন্টারি , এনিমেশন এবং স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ\_করেন ।

২০০২ সালে তার প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র মাটির ময়না মুক্তি\_পায় ।

এই চলচ্চিত্রটি কান চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত\_হয় এবং দেশে - বিদেশে বিশেষ প্রশংসা অর্জন\_করে ।

বাংলাদেশের বিকল্প ধারার চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সংগঠন শর্ট\_ফিল্ম\_ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য তিনি ।

১৯৮৮ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র উৎসবের কো - অডিঁনেটর হিসেবে কাজ\_করেছেন ।

এছাড়া তিনি যুক্তরাষ্ট্র , ইউরোপ এবং এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে যোগ\_দেয়ার পাশাপাশি কয়েকটি সাময়িকী ও পত্রিকায় চলচ্চিত্র বিষয়ে লেখালেখি\_করতেন ।

পরিবার

তারেক মাসুদের স্ত্রী ক্যাথরিন\_মাসুদ একজন মার্কিন\_নাগরিক ।

ক্যাথরিন এবং তারেক মিলে ঢাকায় একটি চলচ্চিত্র নির্মাতা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন যার নাম অডিওভিশন ।

চলচ্চিত্র নির্মাণ ছাড়া তারেক\_মাসুদের আগ্রহের বিষয় ছিল লোকসঙ্গীত এবং লোকজ ধারা ।

এই দম্পতির ' বিংহাম\_পুত্রা\_মাসুদ\_নিশাদ ' নামে এক ছেলে আছে ।

তারেক মাসুদের খালাতো\_ভাই নজরুলগীতি শিল্পী খায়রুল আনাম শাকিল ।

তারেক মাসুদের চাচাত\_বোন তাহমিনা\_রাব্বানি শাম্মি ও ছোটো\_ভাই হচ্ছেন নাহিদ\_মাসুদ ।

মৃত্যু

' কাগজের\_ফুল ' নামক চলচ্চিত্রের শুটিংয়ের লোকেশন নির্বাচন শেষে দুপুর ১২টা ২০ মিনিটে ঢাকার উদ্দেশে রওনা\_দেন ।

পথে ঘিওরে ঢাকা-আরিচা\_মহাসড়কে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি বাসের সঙ্গে মাইক্রোবাসটির মুখোমুখি সংঘর্ষ\_হয় ।

এতে ঘটনাস্থলেই তারেক\_মাসুদ সহ ৫ জনের মৃত্যু\_হয় ।

১১ . প্রভা ( কাল : ৫০ খৃষ্টপূর্ব )

সাকেত কখনও কোনো রাজার রাজধানীতে পরিণত\_হয়নি ।

বুদ্ধের সমসাময়িক কৌশল - রাজ প্রসেনজিতের একটি রাজপ্রাসাদ এখানে ছিল , কিন্তু রাজধানি ছিল ছয় যোজন দূরে অবস্থিত শ্রাবন্তীতে ( সহেট - মহেট ) ।

প্রসেনজিতের জামাতা অজাতশত্রু কৌশলের স্বাধীনতা হরণ\_করার সঙ্গে\_সঙ্গে শ্রাবন্তীরও সৌভাগ্য বিলুপ্ত হল ।

অতীতে সরযুতটে অবস্থিত সাকেত পূর্ব ( প্রাচী ) থেকে উত্তরের ( পাঞ্জাব ) যোগাযোগ পথে অবস্থিত থাকায় শুধু জলপথের বাণিজ্রের জন্যই নয় , স্থলপথের বাণিজ্যেরও এক বড় কেন্দ্র ছিল ।

বহুদিন পযণ্ত তার এই অবস্থা অটুট ছিল ।

বিষ্ণগুপ্ত চাণক্যের শিষ্য মৌর্ষ\_মগ্ধ রাজ্যকে প্রথমে তক্ষশিলা পর্যন্ত , পরে যবনরাজ সেলুকাসকে পরাজিত\_করে হিন্দুকুশ পর্বতমালা থেকে পশ্চিমে হিরাত এবং আমুদরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত\_করেছিল ।

চন্দ্রগুপ্ত ও তার মৌর্যবংশের শাসনেও সাকেত বাণিজ্য কেন্দ্রের বেশী কিছু ছিল না ।

মৌর্যবংশ - ধ্বংসকারী সেনাপতি পুষ্যমিত্র প্রথমে সাকেতকে রাজধানীর মর্যাদা\_দিয়েছিল , কিন্তু তাও সম্ভবত পাটলীপুত্রের প্রাধন্যকে ক্ষুণ্ণ করে নয় ।

পুষ্যমিত্র অথবা তার শুঙ্গবংশের শানসকালে বাল্মীকি যখন রামায়ণ রচনা\_করেন , তখন অযোধ্যার নাম প্রচারিত\_হল ।

এইভাবেই সাকেত অযোধ্যা বলে পরিচিত\_হয় ।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে , অশ্বঘোষ বাল্মীকির কাব্যের রসাস্বদন করেছিলেন ।

কালিদাস যেমন চন্দ্রগুপ্ত\_বিক্রমাদিত্যের আশ্রিত কবি ছিলেন , তেমনি বাল্মীকিও যদি কখনও শুঙ্গবংশের আশ্রিত কবি ছিলেন , তেমনি বাল্মাকীও যদি কখনও শুঙ্গবংশের আশ্রিত কবি থেকে থাকেন অথবা কালিদাস যেমন চন্দ্রগুপ্ত\_বিক্রমাদিত্য এবং কুমারগুপ্ত এই দুই পিতা - পুত্রকে তাঁর ' রঘুবংশ ' - এ রঘু এবং ' কুমারসম্ভব ' - এ কুমার রুপে চিত্রিত\_করেছেন , তেমনি বাল্মীকি যদি শুঙ্গবংশের রাজধানীর মহিমাকে উন্নীত\_করবার জন্যই বৌদ্ধ জাতকের দশরথের রাজধানীকে বারাণসী থেকে সরিয়ে সাকেত বা অযোধ্যায় এনে থাকে এবং শুঙ্গসম্রাট পুষ্যমিত্র বা অগ্নিমিত্রকেই রামরুপে মহিমান্বিত\_করে থাকেন - তবে বিস্ময়ের কিছু নেই ।

সেনাপতি পুষ্যমিত্র আপন প্রভুকে হত্যা\_করে সমগ্র মৌর্য সাম্রাজ্যকে অধিকার\_করতে সমর্থ হয়নি ।

সারা পাঞ্জাব যবনরাজ মিনান্দরের দখলে\_চলে\_গেল ; এবং পুষ্যমিত্রের পুরোহিত ব্রাহ্মণ পতঞ্জলি - পুষ্যমিত্রের সময়ে এই নগরের নাম সাকেতই ছিল - অযোধ্যা নয় ।

পুষ্যমিত্র , পতঞ্জলি এবং মিনান্দরের সময় থেকে আমরা আরও দুশ ' বছর পিছিয়ে আসছি ।

এই সময়েও সাকেতে বড়\_বড় শ্রেষ্ঠী বসবাস\_করত ।

লক্ষ্মীর বসতি ফলে সরস্বতীরও অল্পবিস্তর আগমন হতে লাগল এবং ধর্ম ও ব্রাহ্মণেরা স্বভাবতঃই এসে পড়ল ।

এইসব ব্রাহ্মণদের মধ্যে ধন - বিদ্যা সম্পন্ন একটি কুল ছিল ।

এই কুলাধিপতির নাম মুছে\_গিয়েছে কালের\_প্রবাহে , কিন্তু কুলাধিপত্মীর নাম অমর\_করে\_রেখেছে তার পুত্র ।

এই ব্রাহ্মণীর নাম সুবর্ণাক্ষী , তার চোখ ছিল সোনার মতো কাঁচাহলুদ রঙ - এর ।

তৎকালে কাঁচাহলুদ রঙ বা নীল রঙ - এর চোখ সারা ব্রাহ্মণ - ক্ষত্রিয় জাতের মধ্যেই দেখতে\_পাওয়া যেত ।

কাঁচাহলুদ রঙ - এর চোখ থাকা কোন দোষের ছিল না ।

ব্রাহ্মণী সুবর্ণাক্ষীর এক পুত্র তার মতোই সুবর্ণনেত্র এবং পিঙ্গল কেশধারী ছিল ।

তার গায়ের রঙ ছিল মায়ের মতোই সুগৌর ।